*বিধান সভার আসন্ন অধিবেশনের মধ্যে*

# সরকারী খাদ্যনীতির পরিবর্তন করিতে হইবে

গণবার্তা

১১শ বর্ষ, ৩৫শ সংখ্যা, ৫ই জুলাই, ১৯৬৩। মূল্য : বার নয়া পয়সা

## দেশরক্ষার ও জনতার বাঁচার দাবি এক ও অভিন্ন

### বামপন্থী নেতৃবৃন্দের প্রতীক অনশন

বিধান সভার আগামী অধিবেশনেই সরকারী খাদ্যনীতির পরিবর্তন করিতে হইবে। শুধু খাদ্যনীতি পরিবর্তনই নয়, খাদ্যদ্রব্যের মূল্য নির্ধারিত করিয়া তদনুপাতে অন্যান্য নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের দরও বাঁধিয়া দিতে হইবে! বিপর্যস্ত পশ্চিমবঙ্গের দারিদ্র্য-প্রপীড়িত জনসাধারণের স্বার্থরক্ষার্থে আর-এস-পি সহ বিভিন্ন বামপন্থীদলের পক্ষ হইতে বজ্র নির্ঘোষে এই দাবী উত্থিত হইয়াছে। এই দাবীর সমর্থনে ইতোমধ্যেই সারা পশ্চিমবঙ্গব্যাপী আন্দোলন সুরু হইয়াছে। আগামী ১৪ই জুলাই এই আন্দোলন নব পর্যায়ে উন্নীত হইবে। দাবি আদায়ের জন্য ঐদিন হইতে বিশিষ্ট নেতৃবৃন্দ প্রতীক অনশন সুরু করিবেন।

কংগ্রেসী রাজত্বে নিদারুণ দুর্ভিক্ষ ও ক্রমবর্ধমান ট্যাক্সের চাপে পশ্চিমবঙ্গের জনসাধারণের অবস্থা শোচনীয় হইয়া পড়িয়াছে। তাহার উপর আবার আসিয়াছে বাধ্যতামূলক সঞ্চয়ের খড়্গাঘাত। তাহা ছাড়া সরকারী স্বর্ণ নিয়ন্ত্রণ নীতির ফলে লক্ষ লক্ষ স্বর্ণশিল্পী বেকার হইয়া পড়িয়াছে এবং ধীরে ধীরে নিশ্চিত মৃত্যুর পথেই অগ্রসর হইতে বাধ্য হইতেছে। পশ্চিমবঙ্গের বুকে কান পাতিলে আজ শুধু ক্ষুধিতের আর্তনাদ, করভারজর্জরিত জনসাধারণের হতাশ্বাস এবং বেকার স্বর্ণশিল্পীদের করুণ ক্রন্দনরোলই শোনা যায়। আর পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকার শ্মশানচারী তান্ত্রিকের মত এই নারকীয় দৃশ্য দেখিয়া পৈশাচিক উল্লাস উপভোগ করিতেছেন!

রাজ্য সরকারের এই নির্লজ্জ আচরণ জনসাধারণের মনে বিক্ষোভের সঞ্চার করিয়াছে। বিগত কয়েক মাস ধরিয়া জনসাধারণ রাজ্য-সরকারকে নানাভাবে সচেতন করার চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু ক্ষমতা-মদ-গর্বিত কংগ্রেস সরকার জনসাধারণের আবেদন নিবেদনে কর্ণপাত করেন নাই এবং পশ্চিমবঙ্গের এই ভয়াবহ অবস্থার প্রতিরোধে ও প্রতিকারে কোন ব্যবস্থা অবলম্বিত হয় নাই। এই বিক্ষোভ আজ এমন স্তরে পৌঁছাইয়াছে যে ইহা যে-কোন মুহূর্তেই আত্মপ্রকাশ করিতে পারে।

একদিকে এই বিক্ষোভের আগ্নেয়গিরি, অন্যদিকে আমাদের উত্তর সীমান্তে আক্রমণকারী চীনা সৈন্যের অবস্থিতি ও রণহুঙ্কার এখনও শোনা যাইতেছে। দেশরক্ষার কাজে দেশপ্রেমিক জনসাধারণ যাহাতে সুদৃঢ় মনোবল এবং অদম্য শক্তি লইয়া অংশ গ্রহণ করিতে পারে সরকারের কর্তব্য ছিল সেই পরিবেশ সৃষ্টি করা। কিন্তু যে শক্তি আমাদের মাতৃভূমির স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণকারী চীনা সৈন্যের বিরুদ্ধে

( ৫ম পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য )

## রহড়ার জনসভায় পুলিশী জুলুমের তীব্র প্রতিবাদ

### খড়দহ থানার ভারপ্রাপ্ত অফিসারের অপসারণ দাবী

মোরারজী দেশাই-এর সম্মুখে বিক্ষোভ প্রদর্শনকালে ধৃত আর-এস-পি নেতৃবৃন্দ ও কর্মীদের খড়দহ থানায় মারপিট ও জঘন্য দুর্ব্যবহারের প্রতিবাদে গত ৩০শে জুন রবিবার এক বিরাট জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। খড়দহ থানা পুলিশের দুর্নীতিক ব্যবহারের প্রমাণ উত্থাপনের সঙ্গে সঙ্গে বহুক্ষণ ধরিয়া জনতার মধ্য হইতে তীব্র ধিক্কার-ধ্বনি উত্থিত হইতে থাকে। প্রবীণ আর-এস-পি কর্মী কমরেড হরি চরণ দে সভায় সভাপতিত্ব করেন।

সভায় বিপুল জনসমাগম হয়। রহড়ার ইতিহাসে এত বড় জনসমাবেশ খুব কমই দেখা গিয়াছে। সরকারী ট্যাক্সনীতি সম্পর্কে এবং বিশেষতঃ ঘৃণ্য পুলিস জুলুম সম্পর্কে

( ৫ম পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য )

কংগ্রেসী রামরাজত্বে—

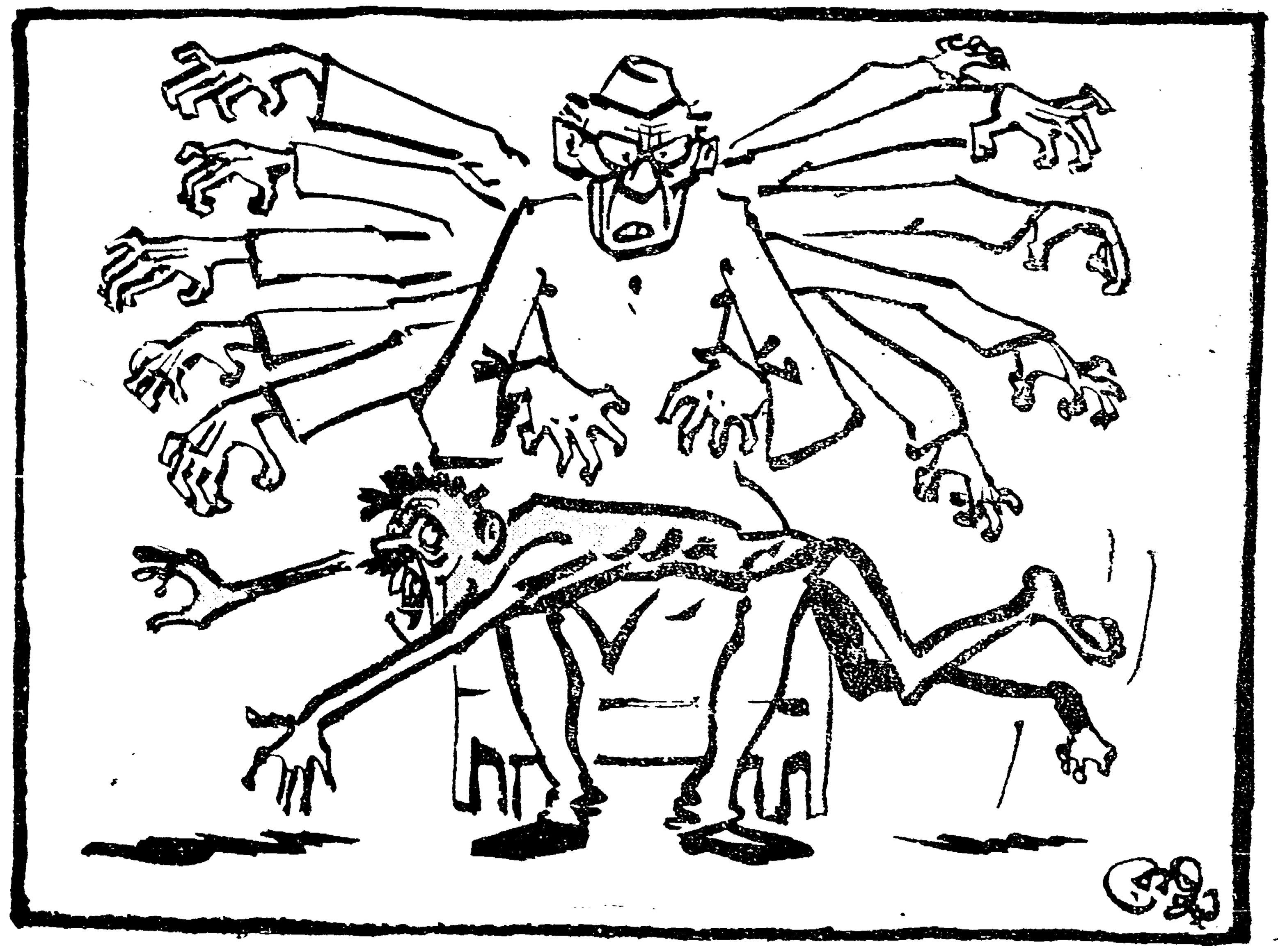

# আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক পরিস্থিতি

সাম্প্রতিক আন্তর্জাতিক রাজনীতির গতি-প্রকৃতি লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে পশ্চিমী সাম্রাজ্যবাদী ধনবাদী শিবিরে আজ অন্তর্দ্বন্দ্ব ও সংকট তীব্রতর হয়ে উঠেছে। এই অন্তর্দ্বন্দ্ব ও সংকটের ফলে সাম্রাজ্যবাদী শিবিরে ভাঙ্গন দেখা দিয়েছে এবং বিভিন্ন সাম্রাজ্যবাদী ধনবাদী গোষ্ঠীর পারস্পরিক সম্পর্কেও গভীর পরিবর্তন সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। কয়েকমাস পূর্বে জেনারেল দ্য গল কর্তৃক ইয়োরোপীয় কমন মার্কেটে বৃটেনের অনুপ্রবেশে বাধা দেওয়ার মধ্য দিয়ে সাম্রাজ্যবাদী ধনবাদী দুনিয়ার এই সংকট আরও স্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। এই সকল ঘটনার তাৎপর্য উপলব্ধি করলে বোঝা যায় যে, এতদিন যে ধারণা প্রচলিত ছিল যে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শেষে পৃথিবী সাম্রাজ্যবাদী-ধনবাদী এবং সমাজবাদী এই দুইটি শিবিরে সুস্পষ্টভাবে বিভক্ত হয়ে গিয়েছে এবং সাম্রাজ্যবাদী-ধনবাদী শক্তিগোষ্ঠী নিজেদের অন্তর্দ্বন্দ্ব ও বাদ-বিসম্বাদ ভুলে গিয়ে সমাজবাদ ও সমাজবাদী দেশগুলির বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হয়েছে, সে ধারণা সঠিক নয়। বরং বর্তমান পৃথিবীর বাস্তব ঘটনাসমূহে মার্কসবাদ-লেনিনবাদের অভ্রান্ততাই পুনর্বার সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়েছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শেষে সাম্রাজ্যবাদী-ধনবাদী শক্তিশিবিরে অন্তর্দ্বন্দ্ব বিন্দুমাত্র হ্রাস পায় নি, বরং অন্তর্দ্বন্দ্ব আরও তীব্রতর হয়ে উঠেছে এবং এর ফলেই আজ সাম্রাজ্যবাদী ধনবাদী শিবিরে সংকট দেখা দিয়েছে এবং এই সংকটের আবর্তে অনিবার্যভাবেই সাম্রাজ্যবাদী-ধনবাদী শক্তি বিখণ্ডিত ও বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছে।

আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক পরিস্থিতির এ হলো একদিকের চিত্র। অন্যদিকে অর্থাৎ, সমাজবাদী শিবিরেও আজ রুশ চীন মতবিরোধকে উপলক্ষ করে অনৈক্য ও ভাঙ্গন সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। যে-মৌলিক প্রশ্ন নিয়ে বিরোধের সূত্রপাত হয়েছে প্রতিটি মার্কসবাদী-লেনিনবাদী কর্মীরই বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীতে সেই প্রশ্নটি বিচার বিবেচনা করে দেখা প্রয়োজন। কেন না, এই প্রশ্নের সঠিক মীমাংসার মধ্য দিয়েই আন্তর্জাতিক সমাজবাদী আন্দোলনের ভবিষ্যৎ পথ নির্দিষ্ট হবে। এই প্রসঙ্গে মনে রাখা দরকার যে আপাতত: রুশ ও চীন পরস্পরের বিরোধী ভূমিকায় অবতীর্ণ হলেও উভয়েই কিন্তু নানা দিক দিয়ে মার্কস-লেনিনের বিপ্লবী মত ও পথ বর্জন করে শোধন ও সংস্কারবাদের পথ আঁকড়ে রয়েছে। তা সত্ত্বেও মজার ব্যাপার হলো, উভয়েই পরস্পরের বিরুদ্ধে মার্কস-লেনিনবাদ থেকে বিচ্যুত হয়েছে বলে অভিযোগ করছে। তাই, রুশ-চীন মিলিত ফর্মুলা বা এই দুই দেশের কম্যুনিষ্ট পার্টির যে কোন একটির মতামতের অন্ধ অনুসরণের দ্বারা বিতর্কিত প্রশ্নের সমাধান খুঁজে পাওয়া যাবে না। প্রকৃত সমাজবাদী কর্মীকে এই দ্বন্দ্ব বিতর্কের [illegible] শ্রমজীবী জনসাধারণের মুক্তি আন্দোলনের সঠিক পথ খুঁজে নিতে হবে।

## সাম্রাজ্যবাদী-ধনবাদী শিবিরে অন্তর্দ্বন্দ্ব

সাম্রাজ্যবাদী-ধনবাদী শিবিরের বর্তমান পরিস্থিতি লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, এই শিবিরের বিভিন্ন শক্তি গোষ্ঠীর অবস্থাও পারস্পরিক সম্পর্কে লক্ষণীয়ভাবে পরিবর্তিত হয়েছে। প্রথমতঃ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধশেষে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ যে সর্বময় শক্তি প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছিল তা অনেকাংশে দুর্বল হয়ে পড়েছে। দ্বিতীয়তঃ, পশ্চিম ইয়োরোপীয় ধনবাদী শক্তি ইয়োরোপীয় কমন মার্কেট গঠন করে ফ্রান্সের নেতৃত্বে নিজেদের ঐক্যবদ্ধ করেছে এবং মার্কিনী আর্থনীতিক প্রভুত্ব ও শক্তির বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে। তৃতীয়তঃ, পশ্চিমী সাম্রাজ্যবাদী-ধনবাদী দুনিয়ায় বৃটেনের শক্তি খর্বিত হয়েছে।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধশেষে পশ্চিমী সাম্রাজ্যবাদী-ধনবাদী শক্তিগোষ্ঠী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে সংঘবদ্ধ হয়েছিল। ন্যাটো জোট গঠনের মধ্য দিয়ে এর প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে। ন্যাটো জোট সম্পর্কে একদিন সাধারণ ভাবে এই ধারণা ছিল যে এই জোট গঠনের ফলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে পশ্চিমী সাম্রাজ্যবাদী-ধনবাদী গোষ্ঠী সংঘবদ্ধ তো হয়েছেই, অন্যদিকে এই জোট রুশ-চীন নেতৃত্বে পরিচালিত তথাকথিত সমাজবাদী শিবিরের বিরোধী দীর্ঘস্থায়ী ও কার্যকরী ঐক্য সম্ভব করে তুলেছে। অর্থাৎ অন্তর্দ্বন্দ্ব যে সাম্রাজ্যবাদের চরিত্রগত—যে কথা মার্কস্-লেনিন খুব জোর দিয়েই বলে গেছেন—তা যেন আর থাকছে না, সাম্রাজ্যবাদের চরিত্র অন্তত এই দিক দিয়ে বদলে যাচ্ছে, এ রকম ধারণা আন্তর্জাতিক কম্যুনিষ্ট আন্দোলনে বদ্ধমূল হতে চলেছিল। কিন্তু সেই ধারণাকে ভ্রান্ত প্রমাণ করে দিয়ে ঐক্যবদ্ধ এই জোট বর্তমানে অন্তর্দ্বন্দ্ব ও সংকটের আবর্তে বিচ্ছিন্ন-প্রায় হয়ে পড়েছে। অবশ্য এই বিচ্ছেদ ও বিভেদ প্রকাশ্যে এখনও ততটা স্পষ্ট না হলেও যাঁরা গভীরভাবে আন্তর্জাতিক রাজনীতির গতি-প্রকৃতি ও শক্তিবিন্যাস লক্ষ্য করেন তাঁদের চোখে তা ধরা না পড়ে পারে না। জেনারেল দ্য গলের নেতৃত্বে ফ্রান্সের সাম্প্রতিক আচরণে বিভিন্ন ক্ষেত্রে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে ফ্রান্সের সুস্পষ্ট বিরোধিতার প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে। পশ্চিমী ইয়োরোপীয় ধনবাদী গোষ্ঠীর সমর্থনপুষ্ট জেনারেল দ্য গল আজ সামরিক ও আর্থনীতিক বিভিন্ন প্রশ্নে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মতামত ও সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করার মত সাহসিকতা ও শক্তি অর্জন করেছেন। ন্যাটো জোটে বিভিন্ন সামরিক প্রশ্নে এবং ইয়োরোপীয় কমন মার্কেট গঠনের ব্যাপারে এই বিরোধিতা লক্ষ্য করা গিয়েছে। এক কথায়, ন্যাটো জোটে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী আজ তার পূর্ব প্রতিষ্ঠা ও শক্তি হারিয়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষে আজ আর ন্যাটো জোটে কোন সিদ্ধান্ত বিনা বাধায় কার্যকরী করা সম্ভব নয়। ন্যাটো জোটের মধ্যে ফ্রান্স ও পশ্চিম জার্মানী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিরোধী শক্তি হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেছে।

অন্যদিকে পশ্চিমী সাম্রাজ্যবাদী-ধনবাদী শক্তি শিবিরে বৃটেনের যে প্রভাব ও প্রতিপত্তি ছিল তা-ও বহুলাংশে ক্ষুণ্ণ হয়েছে। সামরিক ও আর্থিক দিক থেকে সাম্রাজ্যবাদী-ধনবাদী শক্তি শিবিরে বৃটেনের স্থান ছিল দ্বিতীয়। কিন্তু সাম্প্রতিক শক্তি-বিন্যাসের ফলে বৃটেন স্থানচ্যুত হয়ে পড়েছে। আজকের পরিস্থিতিতে তাই বৃটেনও নিদারুণ সংকটের সম্মুখীন হয়ে পড়েছে। এই সংকট থেকে অব্যাহতি পেতে হলে বৃটেনকে হয় পুরোপুরিভাবে মার্কিনী প্রভুত্ব মেনে নিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের চরণাশ্রিত হিসেবে চলতে হবে। আর তা না হলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে বৃটিশ কমনওয়েলথভুক্ত অন্যান্য দেশগুলিকে নিয়ে ইয়োরোপীয় কমন মার্কেটের অন্তর্ভুক্ত দেশগুলির সঙ্গে সমঝোতা করে চলতে হবে। কিন্তু বৃটেনের পক্ষে বর্তমানে এর কোন-একটি পথকে বেছে নেওয়া খুব সহজসাধ্য হবে বলে মনে হয় না। বিশেষ করে ইয়োরোপীয় কমন মার্কেটে বৃটেনের প্রবেশের সুযোগ একেবারে বন্ধই হয়ে গেছে বলা চলে।

ইয়োরোপীয় কমন মার্কেটে বৃটেনের প্রবেশের প্রশ্ন নিয়েই পশ্চিমী সাম্রাজ্যবাদী-ধনবাদী শিবিরে সংকট তীব্র ও স্পষ্ট হয়েছে। ইয়োরোপীয় কমন মার্কেটে গঠনের গোড়ার কথা স্মরণ করলে একথা বুঝতে কষ্ট হয় না যে মূলতঃ সাম্রাজ্যবাদী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যেই এই কমন মার্কেট গঠনের চেষ্টা হয়েছিল। কিন্তু এই ইয়োরোপীয় কমন মার্কেট গঠনের পরিণতিতে বিশেষ করে বৃটেনের অন্তর্ভুক্তির প্রশ্নে জেনারেল দ্য গলের আচরণে যে অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে তাতে মার্কিনী উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়েছে বলা চলে। বৃটেনের অন্তর্ভুক্তির বিরোধিতা করে জেনারেল দ্য গল প্রকৃত পক্ষে সাম্রাজ্যবাদী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জই জানিয়েছেন।

কাজেই দেখা যাচ্ছে যে, মার্কসবাদ-লেনিনবাদের শোধন করে যাঁরা এতদিন একথা প্রচার করেছেন যে, সাম্রাজ্যবাদী-ধনবাদী শিবিরে অন্তর্দ্বন্দ্ব হ্রাস পেয়ে চলেছে এবং তারা অধিকতর ঐক্যবদ্ধ ও শক্তিশালী হয়ে উঠেছে সে কথা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। মার্কসবাদ-লেনিনবাদ এই শিক্ষাই দিয়েছে যে পৃথিবীর বুকে যতদিন ধনতন্ত্র বজায় থাকবে ততদিন বিভিন্ন ধনতান্ত্রিক দেশের মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্ব থাকবেই এবং এই অন্তর্দ্বন্দ্ব ধনতন্ত্রকে নিশ্চিত অবলুপ্তির পথে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার অন্যতম সহায়ক হিসেবে কাজ করবে। পশ্চিমী সাম্রাজ্যবাদী-ধনবাদী শক্তি শিবিরে আজ যে অন্তর্দ্বন্দ্ব ও সংকট দেখা দিয়েছে তাতে মার্কস-লেনিনের কথার সত্যতাই প্রমাণিত হয়েছে।

[ক্রমশ:]



দুর্মুখের দপ্তর

# আধুনিক বেতাল পঞ্চবিংশতি

## (১) নব ভারত উপাখ্যান

( পূর্ব প্রকাশিতের পর )

অভিবাদন জানাইয়া বেতাল নিবেদন করিল—মহারাজ, তবে শ্রবণ করুন। বহুকালাবধি দিল্লী ভারতবর্ষের রাজধানী। রাজশক্তির পরিবর্তনে কালে কালে রাজধানী দিল্লীর অঙ্গসজ্জায়ও বিস্তর পরিবর্তন সাধিত হইয়াছে। এই পরিবর্তনের ধারা আজিও অব্যাহত গতিতে চলিতেছে। কাজেই বর্তমানে দিল্লী এক বহুবিস্তীর্ণ ভূমিতে পর্যবসিত। কিন্তু রাষ্ট্রশক্তির প্রকৃত ক্ষমতা যেথায় কেন্দ্রীভূত তা এক সংকীর্ণ ভূমিখণ্ড।

মহারাজ বিক্রমাদিত্য মধ্যপথে বলিয়া উঠিলেন—তোমার চাণক্যপুরী আর যন্তর মন্তর রোডের কি হইল?

বেতাল কহিল—মহারাজ সেই কথাই আপনার নিকটে নিবেদন করিব। বর্তমান ভারতের রাষ্ট্রশক্তি রাজপথের প্রত্যন্ত দেশে, চাণক্যপুরীতে আর যন্তর মন্তর রোডে বিধৃত। তাহাই আপনার কাছে সম্যক ব্যাখ্যার সহিত নিবেদন করিতেছি। মহারাজ, পূর্বেই কহিয়াছি রাজপথের এক প্রান্তে রাষ্ট্রপতির প্রাসাদ। প্রাসাদের দুই পার্শ্বে অমাত্যবর্গের কর্মস্থল। সুতরাং প্রকাশ্যত সমুদয় রাজকার্য এই স্থানেই সমাধা হয়। কিন্তু বর্তমানে পৃথিবীতে রাজকার্য প্রকাশ্যে যতটুকু চলে, পরোক্ষে চলে ততোধিক।

মহারাজ পুনরায় প্রশ্ন করিলেন—তোমার বিবরণ সম্যক উপলব্ধি হইতেছে না।

বেতাল উত্তর দিল—মহারাজ, আপনার কালে ক্ষত্রিয়েরা ছিলেন রাজকার্যের অধিকারী। কিন্তু বর্তমান পৃথিবীতে বৈশ্যরা তাহাদের স্থলাভিষিক্ত। কিন্তু বাণিজ্যে বসতি লক্ষ্মী এই বাক্য বৈশ্যগণ অদ্যাপি সমভাবে মান্য করে। সুতরাং লক্ষ্মীর উপাসনা এবং রাষ্ট্রশাসনদুই দুরূহ দায়িত্ব তাহাদের স্কন্ধে বর্তাইয়াছে। কিন্তু দুইটি কার্য একই সংগে একই ব্যক্তি দ্বারা সমান সাফল্যের সংগে পরিচালনা করা সম্ভব নয়। ফলত: রাষ্ট্রশাসন প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ এই দুই ধারায় প্রবাহিত। শ্রেষ্ঠীকুল প্রতিনিধির সহায়তায় রাজকার্য পরিচালনা করেন; নিজেরা থাকেন নেপথ্যে। সুতরাং রাজপথে রাষ্ট্র শাসনের প্রত্যক্ষ রূপ আর যন্তর মন্তর রোডে তা পরোক্ষ। মহারাজ, চাণক্যপুরীর কথা পশ্চাতে বিবৃত করিতেছি। আপনার অবগতির জন্য অগ্রে এই দুইটির বিস্তৃত ব্যাখ্যা করিয়া লই।

সম্মতি জানাইয়া মহারাজ কহিলেন—তথাস্তু।

বেতাল পুনরপি নিবেদন করিল—মহারাজ, শ্রেষ্ঠীকুল বহু বর্গে বিভক্ত। সুতরাং শাসন সৌকর্যার্থে দল গঠন করা হয়। প্রকাশ্যে প্রচার করা হয় জনগণের অর্থাৎ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থা বলিয়া। নির্ধারিত সময় অন্তর প্রতিনিধি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। স্ত্রী-পুরুষ-নির্বিশেষে প্রাপ্তবয়স্ক সকলেই এই কার্যে অংশ গ্রহণ করিতে পারে। প্রজা সাধারণ পছন্দ অনুযায়ী প্রতিনিধি নির্বাচন করিতে পারেন। কিন্তু কার্যত: শ্রেষ্ঠীকুল যাঁহাদের সহায়, নির্বাচনে জয়ী হন তাঁহারাই অধিক সংখ্যায়। শাসন ক্ষমতা আসে তাঁহাদেরই হাতে। অধিক সংখ্যায় জয়ী হইতে গেলে সংগঠন চাই। সংগঠনের জন্য অর্থের প্রয়োজন। সুতরাং শ্রেষ্ঠীকুল সহায় না হইলে সংগঠন পরিচালনা অসম্ভব। সুতরাং প্রকাশ্যত: জনগণের রাজত্ব নেপথ্যে শ্রেষ্ঠীকুলের রাজত্ব। অমাত্যবর্গ সরবে শপথ গ্রহণ করেন জনগণেশের হিতার্থে, পঞ্চ ইন্দ্রিয় জাগ্রত রাখেন বৈশ্যশ্রেণীর মঙ্গল কামনায়। ফলত: রাষ্ট্র শাসন রাজপথ আর যন্তর মন্তর রোড এই দ্বিধারায় বিভক্ত।

মহারাজ বিক্রমাদিত্য মন্তব্য করিলেন—বুঝিতে পারিলাম। কালের গতিতে ভারতবর্ষের রাষ্ট্র শাসনে বিস্তর পরিবর্তন সাধিত হইয়াছে। কিন্তু অমাত্যবর্গ দ্বিবিধ আনুগত্য রক্ষা করে কি করিয়া?

বেতাল উত্তর দিল—যেমন করিয়া বক ধার্মিক হয়, মার্জার হয় তপস্বী। কিন্তু মহারাজ, পৃথিবীর যে স্থানেই গণতন্ত্র নামে রাষ্ট্র ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত সেই স্থানেই রাষ্ট্র-প্রতিনিধিরা কিঞ্চিদধিক বকধার্মিক; সেই স্থানেই নেপথ্যচারী শ্রেষ্ঠীকুলের আধিপত্য। কিন্তু প্রাচীন সভ্যতার পীঠভূমি এই ভারতবর্ষে বহু কালজয়ী মহাপুরুষের জন্ম হইয়াছে। সুতরাং বকধর্মের অনুশীলন সেই স্থানে স্বভাবতই সর্বাধিক।

মহারাজ প্রশ্ন করিলেন—কিন্তু চাণক্যপুরীর বিবরণ ত কই দিলে না?

বেতাল কহিল—মহারাজ, বহুকালাবধি পৃথিবী পরিভ্রমণ করিয়া আমার স্থির বিশ্বাস জন্মিয়াছে যে চতুর্বর্ণ মনুষ্যমধ্যে বৈশ্যগণ সর্বাধিক বুদ্ধিমান। ইহারা স্বকীয় স্বার্থ কি প্রকারে রক্ষা করিতে হয় তাহা সম্যকরূপেই জানে। অধিকন্তু স্বীয় স্বার্থ সিদ্ধির প্রয়োজনে অপরের নাসিকা রজ্জুবদ্ধ করিবার কৌশলটিও ইহাদের সুপরিজ্ঞাত। সুতরাং মহারাজ, অমাত্যবর্গের নিকট, প্রতিনিধিবৃন্দের নিকট ইহাদের অলিখিত অনুশাসন—আমাদের জন্য রাষ্ট্র, রাষ্ট্রের জন্য আমরা নহি। ফলত: রাষ্ট্র গাভীকে দোহন করিয়া অধিক পরিমাণে দুগ্ধ পান শ্রেষ্ঠীকুলই করিতেছে। কিন্তু গাভীটির পরিচর্যার দায়িত্ব যথারীতি শূদ্রদের স্কন্ধে।

[illegible] করিলেন—বেশ চমৎকার ব্যবস্থা ত!

উত্তর দিয়া বেতাল কহিল—সত্যই বড় বিচিত্র ব্যবস্থা। এই ব্যবস্থার ফল স্বরূপ বৈশ্যগণ ক্রমশ: নধরকান্তি, অপরদিকে শূদ্রগণ ক্ষীণকায় হইতেছে। এই স্থানেই অমাত্যবর্গের প্রচণ্ড শিরঃপীড়া। শ্রেষ্ঠীকুলের দুগ্ধপানের অবারিত ব্যবস্থা অব্যাহত না থাকিলে অমাত্যজীবন ক্ষণস্থায়ী হইবার পূর্ণ সম্ভাবনা। অপরদিকে, শূদ্রগণকে বাঁচাইয়া না রাখিলে গাভীর পরিচর্যা করিবে কে? এই উভয় সংকটে পতিত হইয়া অমাত্যবর্গ সিদ্ধান্ত করিলেন সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের রাষ্ট্রব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। কি করিয়া সেই ব্যবস্থা সম্ভব? না, ব্যাপক শিল্পায়নের পথে। সুতরাং পরিকল্পনা কমিশনের সৃষ্টি হইল। বিস্তর যোজনা রচিত হইল। কিন্তু সমস্যা দেখা দিল অর্থ সংগ্রহের প্রশ্ন লইয়া। শ্রেষ্ঠীকুল স্পষ্টাক্ষরে বিজ্ঞাপিত করিল দুগ্ধ দোহনে তাহাদের জন্মগত অধিকার, গাভী পরিচর্যার দায়িত্ব আদৌ তাঁহাদের নহে। তদুপরি, শূদ্রগণও ক্ষীণ কণ্ঠে চীৎকার আরম্ভ করিল বাঁচিয়া থাকিবার অধিকার তাহাদিগেরও আছে, কিঞ্চিৎ পরিমাণে হইলেও দুগ্ধ তাহাদের চাই। শূদ্রগণকে তাঁহারা দুগ্ধের প্রলোভন দেখাইলেন। সেই সংগে স্তুতিবাক্যউচ্চারণ করিলেন দেশের বৃহত্তর স্বার্থে শূদ্রগণকে ত্যাগ স্বীকারে ব্রতী হইতে হইবে। সংগে সংগে পরিকল্পনা প্রয়াসে অর্থ সংগ্রহের প্রয়োজনে ইক্ষুদণ্ডের মত নিঙড়াইবার ব্যবস্থা হইল। শূদ্রগণ প্রতিবাদ করিল। কিন্তু তাহারা ক্ষীণবল। সুতরাং তাহাদের আপত্তি টিকিল না। নিঙড়াইবার ব্যবস্থা স্থায়ী এবং দৃঢ়ভিত্তিক হইতে লাগিল। কিন্তু তৎসত্ত্বেও সংগৃহীত অর্থ প্রয়োজনের প্রান্ত সীমা স্পর্শ করিল না। নিরুপায় অমাত্যবর্গ দৃষ্টি প্রসারিত করিলেন চাণক্যপুরীর দিকে।

মহারাজ বিক্রমাদিত্য জিজ্ঞাসা করিলেন—সেই স্থানে কি আছে?

বেতাল কহিল—মহারাজ, সেই স্থান বৈদেশিক রাষ্ট্রের দূতাবাস। বৈশ্যে শূদ্রে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান। তাহারা অমাত্যবর্গকে যুগপৎ সম্ভাষণ করিয়া কহিলেন—তোমাদিগের সহিত বাণিজ্য সূত্রে আবদ্ধ হইতে উৎসুক। তোমাদিগকে যথাসাধ্য সাহায্যদানে আগ্রহী। তদবধি ভারতবর্ষের অমাত্যবর্গ ঋণ-পাত্রহস্তে চাণক্যপুরীর দ্বারে দ্বারে সদা ভ্রমণশীল—কখনো বৈশ্য সভায়, কোন সময় আবার শূদ্র-গৃহে। এমনি করিয়া ধীরে ধীরে [illegible] সাহায্য ব্যতিরেকে শিল্পায়ন বা অন্যবিধ উন্নয়ন অসম্ভব। ফলত: বৈদেশিক ঋণ বা সাহায্যই একমাত্র অবলম্বন হইয়া পড়িয়াছে।

ক্ষণতরে বেতাল নীরব হইল; পুনরায় বলিল—মহারাজ, পূর্বেই বলিয়াছি ভারতীয় রাষ্ট্র শক্তির নেপথ্যবিধাতা তথাকার শ্রেষ্ঠী সম্প্রদায়। বিদেশী বৈশ্যকুলের তাহারা পরম আত্মীয়। অমাত্যবৃন্দকে স্বদেশী শ্রেষ্ঠিগণ অমুক্ত অনুশাসনে বদ্ধ করিয়াছেন—বৈদেশিক ঋণ বা সাহায্য যদি গ্রহণ করিতেই হয় তবে বৈশ্য রাষ্ট্রের নিকট হইতেই তাহা করিতে হইবে। অন্যদিকে নিষ্পিষ্ট শূদ্র সম্প্রদায়ের ক্ষীণ কণ্ঠে প্রতিবাদ ধ্বনিত হইয়া উঠে—অবাধ বৈশ্যপূজা আর চলিবে না। অমাত্যবর্গ থমকিয়া দাঁড়ান, মনে মনে চিন্তা করেন—তাই ত, পৃথিবীতে শূদ্রশক্তিই বা কম বলীয়ান কোথায়? সুতরাং দৃষ্টি পরিবর্তিত হয় শূদ্র রাষ্ট্রের দিকে। এই বিচিত্র ধারায় ভারতের রাষ্ট্র শক্তি দুই বজরায় দুই পদ স্থাপিত করিয়া অদ্ভুত ভঙ্গিতে দণ্ডায়মান। মহারাজ, রাজপথ, যন্তর মন্তর রোড আর চাণক্যপুরীতে বারংবার পাদচারণ করিয়া আমার যে নয়নমনোমুগ্ধকর অভিজ্ঞতা হইয়াছে মহাকবি কালিদাসের সহযোগিতা পাইলে কালোত্তর সাহিত্য রচনার ভরসা রাখি।

মহারাজ বিক্রমাদিত্য বলিলেন—তোমার বিবরণ শ্রবণ করিয়া সাতিশয় চমৎকৃত হইল। বারান্তরে বিস্তারিত শ্রবণের অভিলাষ রহিল।

—শ্রীদুর্মুখ মহাপাত্র

# আন্তর্জাতিক

পাক জাতীয় পরিষদে বিরোধী দলের নেতা সর্দার বাহাদুর খাঁ এই সতর্ক বাণী উচ্চারণ করিয়াছেন যে, সামরিক বিভাগের তরুণ অফিসারেরা ক্ষমতা অধিকারে উদ্যত। তিনি নিজে এই তরুণ অফিসারদের বলিতে শুনিয়াছেন যে, রাজনীতিবিদ্‌গণ ও বর্তমান নেতৃত্বে নিন্দিত হইয়াছেন; তরুণতর অংশের এখন আগাইয়া আসিয়া ক্ষমতা দখলের সময় দেখা দিয়াছে। সেই সঙ্গে তিনি অবশ্য এই ধরণের প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে সর্বশক্তি নিয়োজিত করিবেন বলিয়া জানান। সরকার পক্ষে পার্লামেন্টারী সেক্রেটারী মোহাম্মদ কাসিম মালিক সর্দার বাহাদুর খাঁর মন্তব্যকে দায়িত্বজ্ঞানহীন বলিয়া অভিহিত করেন। তাঁহার এই মতের সমর্থনে তিনি সর্দার বাহাদুর খাঁর পিতার উক্তিরূপে বর্ণিত এক মন্তব্য উদ্ধৃত করেন। অবশ্য মিঃ কাসিমকে সেই মন্তব্য প্রত্যাহার [illegible] খাঁ দৃঢ়তার সহিত বলেন, তিনি পরিপূর্ণ দায়িত্ব লইয়া তাঁহার বিবৃতি পেশ করিয়াছেন। স্বভাবতঃই, ভবিষ্যৎ এই বিতর্কের চূড়ান্ত মীমাংসা করিতে পারে। কিন্তু পাক রাজনীতির গতি-প্রকৃতি যেরূপ তাহাতে ঐরূপ কিছু ঘটিলে বিস্ময়ের কোনও কারণ থাকিবে না। সেখানে বিরোধী দলের সংজ্ঞা কি তাহা বোঝা দুষ্কর। সেখানকার জাতীয় পরিষদ সম্পূর্ণ ক্ষমতাহীন। অর্থ বিলের আলোচনা-প্রসঙ্গে সর্দার বাহাদুর খাঁ পূর্বোক্ত মন্তব্য করেন। বাজেটের শতকরা দশভাগেরও কম অংশের উপর জাতীয় পরিষদের ভোটদানের অধিকার আছে। সরকারী নীতি-নির্ধারণে ঐ পরিষদের কোনও ভূমিকাই নাই। শুধুমাত্র বিশ্বজনমতকে বিভ্রান্ত করিবার জন্যই সেখানে গণতন্ত্রের নানা বহিরঙ্গের প্রদর্শনী খোলা হইয়াছে। কিন্তু আজও সেখানে একনায়কতন্ত্র ভিন্ন অন্য কিছু প্রতিষ্ঠিত নাই। সর্দার বাহাদুর খাঁন আস্ফালন করিয়াছেন যে, তিনি কখনও একনায়কতন্ত্রকে স্বীকার করেন নাই এবং উহাকে তিনি প্রতিরোধ করিয়া চলিবেনই। পাকিস্তানের রাজনীতির অবস্থা আলোচনা করিলে তাঁহার এই দাবীর অসারতা স্পষ্ট হইয়া উঠিবে! পাকিস্তানের রাজনীতিতে পরিবর্তন আদৌ অপ্রত্যাশিত নয়। কিন্তু উহা যে এই সকল তথাকথিত বিরোধী দলনেতার নেতৃত্বে হইবে না উহা বলাই বাহুল্য।

*

সম্প্রতি পাক জাতীয় পরিষদে বেলুচিস্থানের একটি গ্রামে পাক সামরিক বাহিনী কর্তৃক অনুষ্ঠিত হত্যাকাণ্ডের যে বিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে উহা পাকিস্তানী সামরিক শাসকদের নৃশংসতার বহু পূর্ববর্তী রেকর্ডকে ম্লান করিয়া দিয়াছে। জাতীয় পরিষদে বিরোধী দলনেতা সর্দার বাহাদুর খাঁ এই ব্যাপার সম্পর্কে বিচারবিভাগীয় তদন্ত দাবী করেন। তাঁহার প্রদত্ত বিবরণ হইতে জানা যায় যে, যে-সকল উপজাতীয় অধিবাসী পাহাড়ের চূড়ায় অধিষ্ঠিত পাকিস্তানী ব্রিগেডের সঙ্গে যুদ্ধ করিতেছিল, কমিশনার কোরাণের নামে শপথ গ্রহণ করিয়া তাহাদের বলেন যে, তাহারা যদি আত্মসমর্পণ করে তাহা হইলে তাহাদের অভিযুক্ত করা হইবে না। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাহারা যখন এই প্রতিশ্রুতিতে বিশ্বাস করিয়া আত্মসমর্পণ করে তখন তাহাদের উপর অত্যাচার করা হয় এবং তাঁহাদের ফাঁসি দেওয়া হয়। অর্থাৎ, বালুচ উপজাতিদের প্রতি শুধু নৃশংস আচরণই করা হয় নাই, তাহাদের সহিত বিশ্বাসঘাতকতা করা হইয়াছে। বালুচদের প্রতি এইরূপ আচরণের আলোচনায় সরকারপক্ষ হইতে আপত্তি করা করা হয় এই বলিয়া যে, ভারত উহাকে কাজে লাগাইতে পারে। সরাকারপক্ষ ঘটনার সত্যতা অস্বীকার করিতে পারেন নাই। কিন্তু তাঁহারা ভারতীয় জুজুর ভয় দেখাইয়া দায়িত্ব এড়াইয়া যাইতে চাহিয়াছেন। সরকারপক্ষ প্রধানতঃ কালাতের খানের ভারতের প্রতি অনুকূল মনোভাবের প্রসঙ্গ আলোচনা করিয়াছেন। কিন্তু বালুচ উপজাতীদের প্রতি অনুষ্ঠিত নৃশংসতার কারণ সরকারী মুখপাত্রেরা আদৌ ব্যাখ্যা করেন নাই। কিন্তু তাঁহারা কিছু ব্যাখ্যা না করিলেও ইহা স্পষ্টই বোঝা গিয়াছে যে, পাকিস্তানে যে কেহই শাসকশক্তির বিরোধিতার দুঃসাহস দেখাইবে তাহাদের প্রতিই একই ধরণের নৃশংস আচরণ করা হইবে।

*

পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট আয়ুব খাঁ একজন ফিল্ড মার্শাল। আবার তিনি একটি রাজনৈতিক দলের সদস্যও। পাক জাতীয় পরিষদে জনৈক সদস্য ইহার বৈধতা সম্পর্কে প্রশ্ন করিয়াছেন। কিন্তু সরকারী মুখপাত্র জানান যে, ব্রিটেনের মতই পাকিস্তানের সামরিক বিধি অনুযায়ী ফিল্ড মার্শালের না কি রাজনৈতিক কার্যে অংশগ্রহণের এবং রাজনৈতিক দলে যোগদানের অধিকার রহিয়াছে। অবশ্য, এই অধিকারের প্রশ্ন যে নিতান্তই অপ্রাসঙ্গিক উহা যে সদস্য প্রশ্ন করিয়াছেন তিনিও নিশ্চয়ই জানেন। প্রেসিডেন্ট আয়ুব খাঁ রাজনীতিতে অংশ গ্রহণ করিয়াই বর্তমান ক্ষমতায় অধিকারী হইয়াছেন। এরূপ অবস্থায় রাজনৈতিক দলে তাঁহার যোগদানের প্রশ্নটি অর্থহীন হইয়া পড়ে। অবশ্য, এইরূপ প্রশ্নাদি উত্থাপন করিয়া প্রেসিডেন্ট আয়ুব খাঁকে মুসলিম লীগ পরিত্যাগে প্ররোচিত করা মাননীয় সদস্যের উদ্দেশ্য হইতে পারে। কিন্তু সে উদ্দেশ্য সফল হওয়ার সম্ভাবনা যে নাই, সরকারী মুখপাত্রের উক্তি হইতেই উহা স্পষ্ট হইয়াছে। তবে, তাঁহার মজার যুক্তি হইল, প্রেসিডেন্ট আয়ুব খাঁ সৈন্যবাহিনী হইতে প্রাপ্য বেতনের মাত্র অর্ধেক গ্রহণ করিয়া থাকেন। কিন্তু রাজনীতি তো তিনি পুরাপুরিই করেন!

*

৩১-এ অগাষ্টের মধ্যে মালয়েশিয়া প্রবর্তনে টেঙ্কু আবদুল রহমান বদ্ধপরিকর। কিন্তু এ ব্যাপারে যে-সকল দেশকে তিনি অংশীদার করিতে চাহিতেছেন তাহারা সবাই কিন্তু সেই উৎসাহের অংশীদার নয়। সিঙ্গাপুরের দিক হইতে একটি স্তরে উৎসাহের সুস্পষ্ট অভাব দেখা গিয়াছিল। অবশ্য, মালয়েশিয়া সম্পর্কিত আলোচনার

( ৫ম পৃষ্ঠায় দেখুন )

## শ্রমিক নির্যাতন

আমরা বরাবর লক্ষ্য করে এসেছি, সুভাষিণী চা বাগানে বাবু ও শ্রমিকদের মধ্যে একটি প্রীতির ভাব, যাহা অন্যান্য বাগানে নেই। আজ কিছুদিন যাবৎ শোনা যাচ্ছে বাবুদের সেই মনটির অধঃপতন। এখন প্রায়ই শোনা যায় অমুক বাবু চাতে চিনি কম বলে শ্রমিককে মেরেছে, অমুক বাবু গালি দিয়েছে, অমুক বাবু নিজের বাসায় শ্রমিক খাটিয়ে অন্যের পাতি চুরি করে ওর নামে লিখিয়ে নিয়েছে। এসব বিষয় হাতে হাতে ধরে লিখিত ভাবে ম্যানেজারের কাছে বিচার চাওয়া হয়েছে কিন্তু ফল কিছুই হয় নাই। এইরূপ একটী ঘটনা ঘটে যাহা মনুষ্যত্বহীন বলা অন্যায় নয়। গত ৩০শে মে সুন্দরী নামক ১টি মেয়ে শ্রমিক ছয় মাসের গর্ভবতী, অন্যান্য শ্রমিকদের মত কাজে এগুতে পারছে না দেখে শক্তিপদ হোড় সেই গর্ভবতী মেয়েটিকে ধাক্কা মেরে নালায় ফেলে দিয়ে বলে "যাও কাজ করতে পার না, চলে যাও।" শ্রমিকগণ ক্ষুব্ধ হয়ে ম্যানেজারের কাছে লিখিতভাবে বিচারপ্রার্থী হয় কিন্তু আজও বিচার নেই। বারবার এই রূপ অন্যায় অত্যাচারের যদি কোন বিচার না হয়, শ্রমিকগণ বিচারের ভার নিজ হাতে নিতে দ্বিধাবোধ করবে না।

## সংস্কৃতি পরিষদ
### কার্যনির্বাহক সমিতি

সম্প্রতি অনুষ্ঠিত বার্ষিক সাধারণ সভায় নিয়োক্ত ব্যক্তিবর্গকে লইয়া সংস্কৃতি পরিষদের কার্যনির্বাহক সমিতি গঠিত হইয়াছে।

ডঃ নীহাররঞ্জন রায়—সভাপতি; কাজী আবদুল ওদুদ, ডঃ অমলেন্দু বসু ও ডঃ বি-ডি নাগ চৌধুরী—সহঃ সভাপতি, অধ্যাপক সৌমীন্দ্র নাথ ভট্টাচার্য ও অধ্যাপক প্রিয়তোষ মৈত্রেয়—যুগ্ম সম্পাদক; শ্রীঅজিত সেন—কোষাধ্যক্ষ; শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র, শ্রীপবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়; দক্ষিণারঞ্জন বসু, শ্রীপুলকেশ দে সরকার, শ্রীনারায়ণ চৌধুরী, ডঃ শান্তিকুমার দাশগুপ্ত, অধ্যাপক সতীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, শ্রীভবানী মুখোপাধ্যায়, ডঃ অরবিন্দ পোদ্দার, শ্রীবীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, শ্রীসত্যপ্রিয় ঘোষ, শ্রীবীরেন্দ্রকুমার গুপ্ত, অধ্যাপক করুণ মিত্র, শ্রীবুদ্ধদেব ভট্টাচার্য, শ্রীঅসিতকুমার ভট্টাচার্য, অধ্যাপক অচ্যুত গোস্বামী, শ্রীঅনিল চক্রবর্তী, শ্রীপ্রভাস চক্রবর্তী, শ্রীতারাপদ গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীরাণা বসু, শ্রীনন্দদুলাল ভট্টাচার্য, শ্রীকিরণশংকর সেনগুপ্ত ও শ্রীসঞ্জীবকুমার সরকার—সদস্যবৃন্দ।



# বামপন্থী নেতৃবৃন্দের প্রতীক অনশন

( ১ম পৃষ্ঠার পর )

সংগ্রামে ব্যয়িত হইতে পারিত সেই শক্তিই অনাহার অর্ধাহার ও নানাবিধ করভারে নিষ্পেষিত হইয়া হীনশক্তি হইয়া পড়িয়াছে। এরূপ অবস্থা যাহাতে সৃষ্ট না হয় সেদিকে রাজ্য সরকারের সতর্ক ও সচেতন দৃষ্টি থাকা একান্তভাবেই প্রয়োজন ছিল। কিন্তু সে আশা সম্পূর্ণ নির্মূল হইয়াছে। সরকারের জনস্বার্থবিরোধী নীতি এবং চোরাকারবারী ব্যবসায়ীদের চক্রান্তে পশ্চিমবঙ্গে সর্বনাশা দুর্ভিক্ষের সৃষ্টি হইয়াছে। পুরুলিয়া সহ বিভিন্ন জেলায় ইতোমধ্যেই অনাহার-অর্ধাহারে একাধিক লোকের মৃত্যু ঘটিয়াছে বলিয়া সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। বর্ধিত ট্যাক্স, মূল্যবৃদ্ধি, বাধ্যতামূলক সঞ্চয় পরিকল্পনা এবং স্বর্ণ নিয়ন্ত্রণ বিধি জনসাধারণের জীবনে নির্মম অভিশাপ হিসাবে দেখা দিয়াছে। [illegible] সরকারের নির্মম উদাসীনতা ও নিষ্ক্রিয়তায় জনসাধারণ বুঝিতে পারিয়াছে যে কংগ্রেস সরকার এ বিষয়ে কোন ব্যবস্থাই গ্রহণ করিবেন না এবং তাহার ফলে জনতার মনোবল ধীরে ধীরে নিঃশেষ হইয়া যাইতেছে। তাই দেশকে বাঁচানোর উদ্দেশ্যে এবং নিজেদের বাঁচার তাগিদে পশ্চিমবঙ্গের জনসাধারণ শান্তিপূর্ণ পথে আন্দোলন করিতে বাধ্য হইয়াছে। সভা-সমিতি, বিক্ষোভ-মিছিল, স্মারক লিপি প্রভৃতির মধ্য দিয়া পশ্চিমবঙ্গের জনসাধারণ যে সকল দাবি তুলিয়াছেন তাহা হইল দেশরক্ষার দাবি, জনসাধারণের বাঁচার দাবি। গত ৮ই জুন সারা পশ্চিমবঙ্গব্যাপী 'দাম কমাও দিবস' পালিত হইয়াছে।

কিন্তু কুম্ভকর্ণের আজও নিদ্রাভঙ্গ হয় নাই। তাই আন্দোলনের পরবর্তী স্তরে কলিকাতায় আর-এস-পি ও অন্যান্য বামপন্থী দলের বিশিষ্ট নেতৃবর্গ প্রতীক অনশন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন। দেশরক্ষার অবশ্য পালনীয় শর্ত হিসাবে রাজ্য সরকার যাহাতে অবিলম্বে জনসাধারণের বাঁচার সমস্যার সমাধানে অগ্রণী হন সে বিষয়ে সরকারকে সচেতন করার উদ্দেশ্যেই এই প্রতীক অনশন। যে বিক্ষুব্ধ আগ্নেয়গিরির কথা পূর্বে উল্লেখ করা হইয়াছে এই প্রতীক অনশনে সেই আগ্নেয়গিরিরই মর্মজ্বালা প্রকাশিত হইবে। কাজেই সরকারের যদি দূরদৃষ্টির অভাব ঘটিয়া না থাকে তাহা হইলে অবিলম্বে জনমনের বিক্ষোভ নিরসনের জন্য তাঁহারা জনতার দাবি পূরণের কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

## ছাত্র ভর্তিসমস্যা সম্পর্কে পি-এস-ইউ

প্রোগ্রেসিভ ষ্টুডেন্টস ইউনিয়নের পশ্চিম বঙ্গ রাজ্য কমিটির সাধারণ সম্পাদক শ্রীপ্রণব মুখার্জি কলেজ সমূহে ছাত্রভর্তির সমস্যা সম্পর্কে এক বিবৃতি দিয়াছেন। বিবৃতি প্রসঙ্গে তিনি সমস্যার সমাধানকল্পে নিম্নরূপ সুপারিশ করিয়াছেন।

(১) প্রয়োজনমত নূতন কলেজ স্থাপন না করিয়া ছাত্র ভর্তি হ্রাস করা চলিবে না।

(২) প্রতিটি কলেজে শিফ্‌ট প্রথা চালু করা হউক।

(৩) মফঃস্বল কলেজগুলিকে আকর্ষণীয় করার জন্য। (ক) কমার্স ও অনার্স কোর্স চালু করিতে হইবে। (খ) অধ্যাপকগণ যাহাতে কলেজ ছাড়িয়া না চলিয়া আসেন সেইজন্য তাঁহাদের বিশেষ সুযোগ দিতে হইবে।

(৪) প্রাইভেট পরীক্ষা দানের সুযোগ বন্ধ করা চলিবে না।

(৫) মফঃস্বল জেলা শহরে যেখানে ছাত্রীদের পৃথক কলেজ নাই সেখানে পৃথক কলেজ করিতে হইবে।

(৬) সন্ধ্যাবিভাগে কলা ও বিজ্ঞান ক্লাশ চালু করিতে হইবে।

(৭) প্রতিটি জেলায় আরও একটি করিয়া কারিগরী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে।

(৮) দুই তিনটি জেলা ভিত্তিক একটি করিয়া মেডিক্যাল কলেজ প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে।

উপরোক্ত ভাবে শিক্ষা সমস্যা সমাধানের জন্য যদি কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করা না হয়, তাহা হইলে সারা বাংলাব্যাপী ধূমায়িত ছাত্র বিক্ষোভ আরও প্রবল আকার ধারণ করিবে এবং শিক্ষার দাবীতে তীব্র ছাত্র আন্দোলন গড়িয়া তোলা ছাড়া আমাদের সামনেও অপর কোন পথ খোলা থাকিবে না।

## পুলিশী জুলুমের প্রতিবাদ

( ১ম পৃষ্ঠার পর )

স্থানীয় জনসাধারণের মনে বিক্ষোভ যে কত গভীর সভায় উপস্থিতি সংখ্যা ও শ্রোতাদের সভা শেষ হওয়া পর্যন্ত ধৈর্য সহকারে অপেক্ষার মধ্য দিয়া তাহা প্রতিফলিত হইয়াছে।

আর-এস-পি'র পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির সদস্য কমরেড রামকৃষ্ণ পাঠক ঐ সভায় ভাষণ প্রসঙ্গে বলেন, গত কেন্দ্রীয় বাজেটে গরীব জনসাধারণের ঘাড়ে ট্যাক্সের বোঝা চাপানো, বাধ্যতামূলক সঞ্চয় পরিকল্পনা চালু করা এবং স্বর্ণনিয়ন্ত্রণ বিধি চালু করার পর কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী এই সর্বপ্রথম বাংলা দেশে আসিতেছেন শুনিয়া আর-এস-পি কেন্দ্রীয় সরকারের স্বর্ণনীতি ও ট্যাক্সনীতির প্রতিবাদে মোরারজী দেশাই-এর সামনে বিক্ষোভ প্রদর্শনের সিদ্ধান্ত করে। তদনুযায়ীই ২৩শে জুন রড়ড়ায় বিক্ষোভ প্রদর্শিত হয়। 'এইভাবে বিক্ষোভ প্রদর্শনের অধিকার জনসাধারণের আছে। তথাপি [illegible] প্ররোচনায় গ্রেপ্তার করা হইল, থানায় লইয়া গিয়া নির্যাতন করা হইল। ইহা কি কংগ্রেস সরকারের পীড়ণমূলক মনোভাবের পরিচায়ক নয়?

বিধানসভায় আর-এস-পি দলের নেতা কমরেড ননী ভট্টাচার্য এম-এল-এ বলেন, 'মোরারজী ফিরিয়া যাও' এই ধ্বনি তোলার ও কেন্দ্রীয় অর্থ মন্ত্রীর বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শনের অধিকার আমাদের আছে। এই অধিকার আমরা দীর্ঘদিন আন্দোলনের মাধ্যমে অর্জন করিয়াছি। আজ সেই অধিকার কাড়িয়া লইবার চেষ্টা করা হইতেছে। কিন্তু কংগ্রেসী রাষ্ট্রনিয়ামকদের একথা জানিয়া রাখা ভাল যে এই ভাবে মতামত প্রকাশের অধিকার খর্ব করার চেষ্টা হইলে দারুণ তিক্ততা ও অশান্তি সৃষ্টি হইবে, জনসাধারণ শান্তভাবে গণতান্ত্রিক অধিকার হরণকে মানিয়া লইবে না।

আর-এস-পি নেতা কমরেড নিখিল দাস, এম-এল-এ বলেন, ঐদিন রড়ড়ায় ১৪৪ ধারা জারি ছিল না। সুতরাং বিক্ষোভ সংগঠনের অধিকার আমাদের ছিল। তাহা সত্ত্বেও যে পৈশাচিক দমননীতি চালানো হইয়াছে তাহাতে দুইটি সত্য উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে। একটি হইতেছে এই যে পশ্চিমবাংলার কংগ্রেস মন্ত্রীমণ্ডলী জনতার গণতান্ত্রিক অধিকার হরণে সদাই উদ্যত। তাহা না হইলে পুলিস শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভ প্রদর্শনে বাধা দিবার সাহস পায় কিভাবে? দ্বিতীয় যাহা প্রমাণিত হইতেছে, সরকারী নির্দেশ পালনে কিছু কিছু পুলিস কর্মচারীর অত্যুৎসাহ। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ দেশবাসীকে পীড়নের প্রয়োজনে যে পুলিসী যন্ত্র সৃষ্টি করিয়াছিলেন, কংগ্রেস সরকার তাহা বজায় রাখিয়াছেন। আরও লক্ষ্য করিবার বিষয়, সাম্রাজ্যবাদসৃষ্ট সেই পীড়ন যন্ত্রে সাম্রাজ্যবাদের অনেক জারজ সন্তান এখনও বহাল তবিয়তে বজায় আছে। তাহারা অতীতকে ভুলিতে পারিতেছে না। খড়দহ থানার ঘটনা সাম্রাজ্যবাদের সেই জারজ সন্তানদের ঘৃণিত মনোভাবেরই অভিব্যক্তি। তিনি পুলিসী জুলুমের প্রতিকারে ও খড়দহ থানার ভারপ্রাপ্ত দারোগার অপসারণের দাবীতে জনসাধারণকে আন্দোলন গড়িয়া তুলিবার আহ্বান জানান।

স্থানীয় আঞ্চলিক কমিটির সম্পাদক কমরেড বিরাজ দাশগুপ্তও সভায় বক্তৃতা করেন।

## আন্তর্জাতিক

( ৪র্থ পৃষ্ঠার পর )

জন্য লণ্ডনে পৌঁছিয়া সিঙ্গাপুরের প্রধানমন্ত্রী বলিয়াছেন, "Malaya and Singapore are getting closer to agreement over the proposed Malayasia federation-" কিন্তু এখনও যে দুই রাজ্যের মধ্যে সম্পূর্ণ ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয় নাই, সে তথ্য এই উক্তি গোপন করিতে পারে নাই, হয়ত চাহেও নাই। এদিকে ব্রুণেই-এর সুলতানের সঙ্গে তৈলরাজস্ব, স্থানীয় কর, অবৈতনিক শিক্ষা প্রভৃতি প্রশ্নে মালয়ের যে মতবিরোধ উহা এমন পর্যায়ে গিয়াছে যে, ব্রুণেই-এর ফেডারেশনে যোগদানে এখনও অনিশ্চয়তা রহিয়াছে। প্রকৃতপক্ষে, লণ্ডন আলোচনা এই অনিশ্চয়তারই স্বীকৃতি। এখন ব্রিটিশ সরকার প্রত্যক্ষভাবে চাপ দিয়া মালয়েশিয়া পরিকল্পনা রূপায়ণের চেষ্টা করিবেন। মালয়েশিয়া পরিকল্পনায় ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের এই আগ্রহই ঐ পরিকল্পনা সম্পর্কে সন্দেহের সৃষ্টি করিয়াছে।

# দৃষ্টিপাত

কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী শ্রীমোরারজী দেশাই সম্প্রতি বলিয়াছেন যে 'ভারতের প্রত্যেক নাগরিককেই সঞ্চয় পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত করা আবশ্যক। বর্তমানে দেশে বাধ্যতামূলক সঞ্চয় ব্যবস্থা চালু করা হইতেছে এবং ভবিষ্যতে বাধ্যতামূলক জীবনবীমা পরিকল্পনা চালু করা হইতে পারে।' শ্রীদেশাইর যুক্তি হইল এই যে, দেশের জাতীয় আয় যখন ১৪ হাজার কোটি টাকা তখন দেশবাসীর আয়ের এক চতুর্থাংশ সঞ্চয় করা প্রয়োজন এবং 'নিজের পরিবারবর্গের তথা দেশের জন্যই বাধ্যতামূলক সঞ্চয় ব্যবস্থা প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে।' শ্রীদেশাইর এই সকল যুক্তি যে [illegible] অনুমেয়। শ্রীদেশাই জাতীয় আয়ের উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু জাতীয় আয় সম্পর্কিত যে সকল রিপোর্ট অদ্যাবধি প্রকাশিত হইয়াছে তাহা পর্যালোচনা করিলে দেখা যাইবে যে জাতীয় আয় যেটুকু বৃদ্ধি পাইয়াছে তাহা মুষ্টিমেয় কয়েকজন ধনিকের হাতেই কেন্দ্রিত হইয়াছে। তাই দেশের জনসাধারণের আর্থিক অবস্থা সামান্যতমও উন্নত হয় নাই, বরং তাহাদের অবস্থা আরও শোচনীয় হইয়া পড়িয়াছে। জাতীয় আয়ের এক চতুর্থাংশ বাধ্যতামূলক সঞ্চয়ের ব্যবস্থা করা যদি শ্রীদেশাইর প্রকৃত উদ্দেশ্য হইয়া থাকে তাহা হইলে তাঁহার পরিকল্পনায় ধনিক শ্রেণীর নিকট হইতে অধিক পরিমাণ অর্থ সংগ্রহের ব্যবস্থা থাকিত। কিন্তু বাধ্যতামূলক সঞ্চয় পরিকল্পনা বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে এই পরিকল্পনায় দরিদ্র শ্রমজীবী জনসাধারণের উপরই আঘাত আসিয়াছে সর্বাধিক। কাজেই আজ শ্রীদেশাই যে যুক্তিই প্রদর্শন করুন না কেন, এ বিষয়ে সন্দেহের কোন অবকাশ নাই যে দেশের দরিদ্র শ্রমজীবী জনসাধারণকে শোষণ করিয়া অর্থ সংগ্রহের উদ্দেশ্যেই এই পরিকল্পনা রচিত হইয়াছে।

জনস্বার্থবিরোধী এই পরিকল্পনার বিরুদ্ধে ইতোমধ্যেই সারা দেশব্যাপী প্রতিবাদের ঝড় উঠিয়াছে। জনমনে বিক্ষোভ কিরূপ ধূমায়িত হইয়া উঠিয়াছে বিভিন্ন রাজ্যে পরিভ্রমণকালে শ্রীদেশাই নিশ্চয়ই সে সম্পর্কে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন। সম্প্রতি কলিকাতায়ও তিনি জনসাধারণের প্রতিবাদ ও বিক্ষোভের প্রজ্বলিত বহ্নি দেখিয়া গিয়াছেন। এই প্রতিবাদ ও বিক্ষোভের ইংগিত কী শ্রীদেশাই যদি তাহা সঠিক উপলব্ধি করিতে পারিয়া থাকেন তাহা হইলে অবিলম্বে তাঁহার জনস্বার্থবিরোধী এই পরিকল্পনা প্রত্যাহার করা উচিত।

•

"খাদ্য, বস্ত্র ও আশ্রয় দাও ; নয়ত গদী ছাড়"—এই উক্তিটি কোন বাম- [illegible] প্রাক্তন রাজ্যপাল এবং বিশিষ্ট কংগ্রেস নেতা শ্রীএন-ভি-গ্যাডগিল এই উক্তি করিয়াছেন। পুনা জেলার কংগ্রেস কর্মীদের এক সম্মেলনে শ্রীগ্যাডগিল বলিয়াছেন যে, "যে সরকার জনসাধারণের প্রাথমিক প্রয়োজন খাদ্য, আশ্রয় ও বস্ত্র সংস্থানে অপারগ উহাকে গদী ত্যাগ করিতে বলা উচিত।" কংগ্রেস সরকার সম্পর্কে দেশের জনসাধারণের পক্ষ হইতে এই দাবি বহু পূর্বেই উত্থাপিত হইয়াছে। কংগ্রেসী শাসনকালের বাস্তব অভিজ্ঞতায় জনসাধারণ সম্যকভাবে উপলব্ধি করিতে পারিয়াছে যে সরকার দেশের জনসাধারণের কোন সমস্যারই সমাধান করিতে পারিবেন না। দীর্ঘ ষোল বৎসরের মধ্যেও কংগ্রেস সরকার দেশের জনসাধারণের খাদ্য-বস্ত্র-জীবিকা-শিক্ষা-আশ্রয় প্রভৃতি কোন সমস্যার সমাধান করিতে পারেন নাই। অদূর ভবিষ্যতেও যে এই সকল সমস্যার কোন সমাধান হইবে এমন সম্ভাবনাও নাই। সুতরাং কংগ্রেস সরকারের আর দেশের শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকার কোন অধিকার নাই। কিন্তু শুধু মুখে এই অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াই দায়িত্ব নিষ্পন্ন করিলে দাবি পূরণ হইবে বলিয়া মনে হয় না। শ্রীগ্যাডগিল যে উক্তি করিয়াছেন যদি সে সম্পর্কে তিনি সত্য সত্যই আন্তরিক হন তাহা হইলে দাবির ভিত্তিতে তাঁহাকে আন্দোলনের কথাও চিন্তা করিতে হইবে। নয়তো স্পষ্টোক্তি করিয়া তিনি হয়তো সাময়িক প্রশংসা পাইতে পারেন, কিন্তু তাহাতে প্রত্যাশিত ফললাভ হইবে না।

•

রাজ্য সরকার ঘোষণা করিয়াছিলেন যে তৃতীয় পরিকল্পনাকালের মধ্যেই পশ্চিমবঙ্গে বাধ্যতামূলক অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তিত হইবে। স্মরণ থাকিতে পারে যে সংবিধানের নির্দেশ অনুযায়ী এই কাজ বহু পূর্বেই হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু কংগ্রেস সরকার নানা ধরনের অজুহাত সৃষ্টি করিয়া গুরুত্বপূর্ণ এই কাজ বিলম্বিত করিয়াছেন। শেষ পর্যন্ত সরকার বিশেষ জোরের সঙ্গেই প্রচার করিয়াছিলেন যে তৃতীয় পরিকল্পনাকালের মধ্যে তাঁহারা দায়িত্ব পালনে সক্ষম হইবেন। কিন্তু সম্প্রতি রাজ্য সরকারের পক্ষ হইতে যে সকল হিসাব পাওয়া যাইতেছে তাহাতে একথা নিঃসংশয়ে বলা যায় যে তৃতীয় পরিকল্পনাশেষেও পশ্চিমবঙ্গে বাধ্যতামূলক [illegible] চালু করা সম্ভব হইবে না। রাজ্য সরকারের পক্ষ হইতে নিজেদের ব্যর্থতা চাপা দেওয়ার জন্য পুনর্বার অর্থাভাবের অজুহাত উল্লেখ করা হইতেছে। শোনা যাইতেছে যে, রাজ্য সরকার নাকি এই মর্মে কেন্দ্রীয় সরকারকে জানাইয়া দিয়াছেন যে, তৃতীয় পরিকল্পনায় প্রাথমিক শিক্ষা খাতে যে ব্যয়-বরাদ্দ নির্দিষ্ট রহিয়াছে তাহাতে প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক হিসাবে প্রবর্তন করা অসম্ভব। বিগত কয়েক বৎসরের বাস্তব অবস্থা লক্ষ্য করিলে দেখা যায় যে, এই রাজ্যের শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নতি ও প্রসার সাধনে রাজ্য সরকার চূড়ান্তভাবেই ব্যর্থ হইয়াছেন। আর এই ব্যর্থতা এবং নিজেদের অপদার্থতার অপরাধ তাঁহারা অর্থাভাবের অজুহাত দেখাইয়া স্খালন করার অপচেষ্টা করিতেছেন। কিন্তু রাজ্য সরকার যত চেষ্টাই করুন না কেন পশ্চিমবঙ্গের জনসাধারণ তাহাতে বিভ্রান্ত হইবে বলিয়া মনে হয় না।

•

কয়েকদিন পূর্বে হাওড়ার কারখানা মালিকদের এক সভায় পশ্চিমবঙ্গের শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রী শ্রীতরুণকান্তি ঘোষ এই রাজ্যের ভয়াবহ বেকার সমস্যার কথা স্বীকার করিতে বাধ্য

( সপ্তম পৃষ্ঠায় দেখুন )

## পুস্তক পরিচয়

**এই তো নাটক** : মন্টু গঙ্গোপাধ্যায়। গ্রন্থবিতান, ৭৩বি, শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি রোড, কলকাতা-২৬। দাম—এক টাকা পঁচিশ নঃ পঃ।

বাংলা দেশে যে-কজন তরুণ নাট্যকার নতুন আঙ্গিকে নাটক রচনায় সাফল্য অর্জন করেছেন তাঁদের মধ্যে সর্বাগ্রে শ্রীমন্টু গঙ্গোপাধ্যায়ের নাম করা যায়। আলোচ্য নাটকটি তাঁর প্রকাশিত তৃতীয় নাটক। এর আগে সামাজিক ও মনস্তত্ত্বমূলক বিষয়বস্তু নিয়ে তাঁর দুটি নাটক 'আর্তনাদ' ও 'মহাক্ষুধা' প্রকাশিত হয়েছে এবং আরও দুটি নাটক 'ঝড়' ও 'ইতিবৃত্ত' যন্ত্রস্থ রয়েছে। প্রকাশিত প্রথম দুটি নাটকেই তরুণ নাট্যকারের বিস্ময়কর প্রতিভার স্বাক্ষর পাওয়া গিয়েছে।

সম্প্রতি প্রকাশিত এই নাটিকাটিতেও সেই প্রতিভার দ্যুতি সমুজ্জ্বল। খুবই সাধারণ একটি বিষয়বস্তু নিয়ে এই একাঙ্কিকাটি রচিত। [illegible] ব্যবসাবুদ্ধি-সর্বস্ব, হৃদয়হীন পুস্তক-প্রকাশকদের অনুদার নীতি ও মনোভাব বাংলা দেশের নাট্যকার, বিশেষ করে তরুণ নাট্যকারদের জীবনকে কীভাবে বিড়ম্বিত করে তোলে আলোচ্য নাট্য গ্রন্থে তা-ই চিত্রিত হয়েছে। এই চিত্রণ নিখুঁত ও বস্তুনিষ্ঠ। সম্ভবতঃ সেই কারণেই সংলাপ একটু সাদা-মাটা, শিথিল এবং নাটকীয় ঘাত-প্রতিঘাতও বিশেষ নেই বললেই চলে। নাটকের বিষয়বস্তু উপস্থাপনে এবং বিন্যাসে ব্যঙ্গ রসের আমেজ পাওয়া যায়। কিন্তু ব্যঙ্গ বা হাস্য রস সৃষ্টির ব্যাপারে নাট্যকার সংলাপের চাইতে বিভিন্ন চরিত্রের 'মুভমেন্টের' ওপর বিশেষ নজর দিয়েছেন। ফলে কোন কোন জায়গায় অতিনাটকীয় পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে যা পাঠক বা দর্শকের কাছে পীড়াদায়ক বলে মনে হতে পারে। সামান্য এই দু-একটি ত্রুটির কথা বাদ দিলে নাটিকাটি রসোত্তীর্ণ হয়েছে একথা নিশ্চিত করেই বলা চলে। নাটিকাটি স্ত্রী ভূমিকা বর্জিত। বাংলা দেশের নাট্যানুরাগীদের কাছে নাটিকাটি সমাদৃত হবে আশা করা যায়।

—অবিনাশ দাশগুপ্ত



# পশ্চিম দিনাজপুর জেলা প্রাথমিক শিক্ষক সম্মেলন

গত ২২শে ও ২৩শে জুন বালুরঘাট উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে পশ্চিম দিনাজপুর জেলা প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির ৬ষ্ঠ বার্ষিক সম্মেলন বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্যে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। ২২শে জুন সকাল ৯টায় সম্মেলনে আয়োজিত প্রদর্শনীর দ্বারোদ্ঘাটন করেন অধ্যাপক অতুল চন্দ্র চক্রবর্তী। প্রতিনিধি সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন শ্রীসত্যরঞ্জন দাস। সম্মেলনে চীনা আক্রমণের নিন্দা করিয়া দেশরক্ষার্থে যে সমস্ত জোয়ান মৃত্যুবরণ করেন তাঁহাদের আত্মার প্রতি সম্মান প্রদর্শনার্থে এক শোক প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। দেশরক্ষার্থে জাতীয় প্রতিরক্ষা তহবিলে যে সমস্ত শিক্ষক ২৲ টাকা করিয়া সাহায্য দান করেন তাঁহাদের অভিনন্দন জানাইয়া প্রতিরক্ষা তহবিলকে শক্তিশালী করিবার জন্য শিক্ষকদের আহ্বান জানাইয়া এক প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। ন্যূনতম বেতন ১০০৲ টাকা ধার্য করা, নিয়মিত ভাবে নির্দিষ্ট তারিখে বেতন দান, স্কুল গৃহ সংস্কার, ডেপুটেশন ভ্যাকান্সীতে অবিলম্বে শিক্ষক নিয়োগ, নিজ নিজ সুবিধা মত বিদ্যালয়ে বদলী ও নিয়োগ করণ, দশ বৎসরের অভিজ্ঞ শিক্ষকগণকে 'ট্রেনড্ শিক্ষক' হিসাবে স্বীকৃতি দান, শ্রেণীভিত্তিক এক জন করিয়া শিক্ষক ও প্রতি ত্রিশ জনে এক জন শিক্ষক নিয়োগ, হস্তান্তরিত এলাকার শিক্ষকদের পূর্ণিয়া জেলা স্কুল বোর্ডে প্রেসিডেন্ট ফাণ্ডের যে টাকা রহিয়াছে অবিলম্বে তাহা দিবার ব্যবস্থা করণ ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাবাবলী গৃহীত হয়।

সম্মেলনের প্রকাশ্য অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন অধ্যাপক গৌরীন ভট্টাচার্য। প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন অধ্যাপক নির্মল মল্লিক চৌধুরী। সর্বশ্রী নাথানিয়েল মুরমু এম-এল-এ, মহারাজা বসু, মনোরঞ্জন দাস, দিলীপ ধর বক্তৃতা করেন। সম্মেলনে শিক্ষামূলক 'আলোচনা চক্রে'র সভাপতিত্ব করেন জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক শ্রীশ্যামাপদ চট্টোপাধ্যায়। আলোচনা চক্রে অংশ গ্রহণ করেন রোহিণী কান্ত দাস, সত্য চক্রবর্তী, সত্য দাস, বিনয় দেব এবং আরও অনেকে। সম্মেলনের দুই দিনই সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। রবীন্দ্রনাথের কালমৃগয়া, তরুণতীর্থের পরিচালনায় তরুণশ্রী নির্মলেন্দু তালুকদার রচিত "ছেঁড়া কাগজের ঝুড়ি" নাটক, ঋতুরঙ্গ নৃত্য রবীন্দ্রনাথের 'দুই বিঘা জমি'—মূকাভিনয় এবং মণিমেলা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীগণ কর্তৃক বিভিন্ন ক্রীড়া প্রদর্শনের ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। প্রকাশ্য সম্মেলনে তিন সহস্রাধিক জনসমাগম হয়। নতুন বছরের জন্য শ্রীসত্যরঞ্জন দাসকে সভাপতি, শ্রীদিলীপ ধর এবং ব্রজেন রায়কে যুগ্ম সম্পাদক করিয়া নতুন বছরের জন্য শক্তিশালী কার্যকরী কমিটি গঠন করা হইয়াছে। প্রস্তুতি কমিটির সভাপতি, বালুরঘাট উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শ্রীনিশীথ রঞ্জন আচার্য মহাশয়ের অকুণ্ঠ সাহায্য ও সহানুভূতি এই সম্মেলনকে সাফল্যমণ্ডিত করিয়া তোলে।

## দৃষ্টিপাত

( ৬ষ্ঠ পৃষ্ঠার পর )

হইয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন—"বাংলা দেশে হাজার হাজার শিল্প প্রতিষ্ঠান এবং কলকারখানা থাকা সত্ত্বেও এখানে লক্ষ লক্ষ যুবক বেকার রহিয়াছে।" অবশ্য বেকার সমস্যার কথা স্বীকার করিলেও শ্রীঘোষ সমস্যা সমাধানের জন্য যে পন্থা নির্দেশ করিয়াছেন তাহাতে কোন ফল হইবে বলিয়া আশা করা যায় না। কেন না, শ্রীঘোষ বেকার সমস্যার সমাধানের জন্য কলকারখানার মালিকদের প্রতি আবেদন জানাইয়াছেন। তাঁহার এই আবেদনে মালিক শ্রেণীর হৃদয় যে বিগলিত হইবে না তাহা খুবই স্পষ্ট। বেকার সমস্যার সমাধান করিতে হইলে রাজ্য সরকারকে আন্তরিকভাবে সচেষ্ট হইতে হইবে। তাহা না করিয়া মালিক শ্রেণীর নিকট অসহায়ের মত আত্মসমর্পণ করিলে সমস্যার যে কোন সমাধান হইবে না, বরং সমস্যা আরও তীব্র হইয়া উঠিবে একথা শ্রীঘোষের বোঝা উচিত।

## বিজ্ঞপ্তি

শহর ও মফঃস্বলের এজেন্টগণকে অনুরোধ করা যাইতেছে যে তাঁহারা যেন তাঁহাদের দেয় বিল ১০ই জুলাই-এর মধ্যে পরিশোধ করেন।

কর্মসচিব
গণবার্তা

রেজি: নং সি ৩৯৪৫

# গণবার্তা

ফোন নং ৪৪-১৫৪৪

## শঙ্খচিল ও বাজপাখী

(মঞ্চ—বিচিত্রা)

[তোমাদের কল্পনাশক্তিকে প্রথমে ভালভাবে শাণ দিয়ে নাও, তারপর কল্পনা কর: ১৯শে জুন, ১৯৬৩—বিকেল, স্থান—নারিকেলডাঙ্গা স্থানীয় তরুণতীর্থের শাখায় গল্প বলার আসর বসেছে, ষ্টেজের সামনের দিকে কথক গল্প বলছে সামনে বাচ্চারা ভীড় করে বসে আছে একধারে। পেছনে ছবির ফ্রেমের [illegible] টেলিভিসনের বড়ো পর্দার অনুকৃতি তার ভিতরে স্পষ্ট লাইট। পর্দা উঠলে দেখা যাবে পেছনটা অন্ধকার। সামনে হাল্কা আলোয় গল্প বলা শুরু হলো। যেন প্রদীপের হলদে-নীল মেশানো আলো।]

কথক—পাখী ওড়ে আকাশে মনের আনন্দে। মেঘের ওপারে সে পৌঁছতে পারে না। আমাদের প্রাচীন [illegible] মেঘের আড়ালে [illegible] এখন জেটবিমান চকিতে চলে যায় মেঘলোকের ওপার দিয়ে দেশ থেকে দেশান্তরে: কিন্তু আকাশের ফুটো দিয়ে বাতাসের ওপারে গিয়েছিল বিচিত্র এক শঙ্খচিল আর বাজপাখী—

(হঠাৎ সামনের আলো নিভে গেল। কোথা থেকে যেন বেজে উঠলো বিদেশী অর্কেষ্ট্রার সুর। তারপর ফ্রেমের মধ্যে আলো জ্বললো—আঁট-সাঁট জামাকাপড় পরা একটি বিদেশী।)

বিদেশী ঘোষক—মস্কো টেলিভিসন কেন্দ্র থেকে খবর বলছি। গত ১৪ই জুন বিকাল ৫-৫০ মিনিটে কর্ণেল ভ্যালেরি বাইকোভস্কীর যে মহাকাশযান ভোস্তক—৫ উৎক্ষেপিত হয় আজ সোভিয়েট মধ্য এশিয়ার কাজাকস্তানের কারাগান্ডার ৫৪০ কিলোমিটার উত্তর পশ্চিমে নিরাপদে ফিরে এসেছে। কর্ণেল বাইকোভস্কী মানুষ মহাকাশে দীর্ঘকাল থাকাকালে মানুষের ওপর তার প্রতিক্রিয়া ও আকাশযানের যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদির কার্যক্রম পরীক্ষার জন্য এই অসমসাহসিক কাজে ব্রতী হয়েছিলেন।

একাদশ মহাকাশচারী বাইকোভস্কী ভূপৃষ্ঠ হতে ১৮১ থেকে ২৩৫ কিলোমিটার দূরত্ব বজায় রেখে প্রতি ১ ঘন্টা ২৮ মিনিট ৪ সেকেণ্ডে পৃথিবীর কক্ষপথ একবার করে পরিক্রমা করতে থাকেন।

এই সংগে আমরা আনন্দের সংগে জানাচ্ছি যে, ১৬ই জুন ভোর পাঁচটায় ভোস্তক—৬ উৎক্ষেপিত করে বিশ্বের যে প্রথম নারী মহাকাশযাত্রীকে পাঠানো হয়েছিল সেই ভ্যালেন্টিনা তেরেস্কোভা বাইকোভস্কীর তিন ঘন্টা [illegible] উত্তরপূর্বে নিরাপদে নেমে আসতে পেরেছেন। অবিলম্বে আমরা এ বিষয়ে আরো খবর পেশ করছি।

[ফ্রেমের আলো নিভে গেল সামনের আলো জ্বললো]

কথক—এখন নিশ্চয়ই তোমাদের জানতে ইচ্ছে করছে এদের আরও বিস্তৃত পরিচয়।

ভ্যালেন্টিনার সাঙ্কেতিক ডাকনামই ছিল "শঙ্খচিল" এবং বাইকোভস্কীর "বাজপাখী"—

[হঠাৎ দেখা গেল কোথায় একটা বড়ো গ্লোব] দেখবে ওরা কোথায় নেমেছিল—এই যে এইখানে।

তেরেস্কোভার জন্ম ১৯৩৭এর ৭ই মার্চ, ও'র বাবা মারা যান গত মহযুদ্ধে। ও'র মা ইয়েলেন সূতাকলে কাজ করতেন। সতের বছর বয়সে ভ্যালেন্টিনা এক টায়ার কোম্পানিতে কাজে ঢোকেন এবং ১৯৫৫ সালে তাঁর মার কর্মস্থল ক্রাসনি পেরেকপ সূতাকলে যোগদান করেন। পরের বছরই ওর মা অবসর গ্রহণ করেন। সাত বছর সূতাকলে কাজের সংগে সংগে তিনি পড়াশুনাও চালান। ১৯৬১ সালে বস্ত্রবয়ন বিদ্যায় স্নাতক হয়ে স্পিনিং প্রযুক্তিবিদ হন। মহাকাশচারিনী হওয়ার সহায়ক হয় প্যারাসুট ঝাঁপে তার কৃতিত্ব। [illegible] বিমান-ক্রীড়া সংঘের সদস্যা হন এবং অল্পদিনের মধ্যেই ১২৬ বার ঝাঁপ দেবার কৃতিত্ব দেখিয়ে পেরেকপ মিলএ এক প্যারাসুট ঝাঁপ দলের নেত্রী নির্বাচিত হন।

[হঠাৎ আবার পেছনের ফ্রেমের আলো জ্বললো]

বিদেশী ঘোষক: এখন আপনাদের আকাশে গৃহীত টেলিভিসন ছবি দেখাচ্ছি—

[দেখা গেল তেরেস্কোভার স্পেস হেলমেটে আঁটা মুখ]

উর্ধাকাশ থেকে বলছি। আমি হচ্ছি শঙ্খচিল, ৩২তম পরিক্রমা চলছে। বেশভালই আছি। রাত্রে বেশ ঘুম হয়েছে। কিন্তু তোমরা আমার জন্য সাইবেরিয়ার আলু আর কাঁচা পেয়াজ ঠিক ক'রে রেখো।

[অকস্মাৎ আরেক কোণ থেকে বাইকোভস্কীর মুখ ভেসে উঠলো]

আমি বাইকোভস্কী অর্থাৎ বাজপাখী। আমার ছোট বেলাকার এ্যাডভেঞ্চারের সখ আজ ভালভাবেই মিটছে। স্কুলের পড়া শেষ করে যে বৈমানিক জীবন শুরু করেছিলাম এবং ১৯৫৯ সালে যে স্কোয়াড্রনের নেতা হয়েছিলাম আজ তার চেয়েও বড়ো দায়িত্ব আমার হাতে যদিও আজ আমি একা। ওঃ ভুলে গেছি আমার তিন মাইল দূরে আমার বান্ধবী তেরেস্কোভা রয়েছেন।

[পেছনের আলো নিভলো আবার সামনে আলো]

কথক—শঙ্খচিল ও বাজপাখী! ওপর আকাশ থেকে নেমে এসেছে আবার শ্যামল মাটির বুকে। এসো তাদের আমরা অভিনন্দন জানাই।

# তরুণতীর্থ

## নওজোয়ান তরুণতীর্থ

গত ১৫ই জুন নওজোয়ান তরুণতীর্থের পরিচালনায় সাধারণ ভাবে একটি বিতর্ক সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই সভায় [illegible] ও স্থানীয় ভাইবোনরা উপস্থিত থেকে অনুষ্ঠানটি আরও সুন্দর করে তোলে।

বিচারক হিসাবে ছিলেন মাননীয় কালীকিঙ্কর চট্টোপাধ্যায়, মিহির বন্দ্যোপাধ্যায় ও সমর বোস। উক্ত দিনে বিতর্কের বিষয়বস্তু ছিল: "সভার মতে বর্তমানে কৃষি অপেক্ষা শিল্পের প্রয়োজনীয়তা বেশী।"

উক্ত দিবসে বিপক্ষীয় বক্তাগণ বেশী পয়েন্টে জয়লাভ হয়।

আগামী ১৪ই জুলাই রবিবার বিকাল তিন ঘটিকার সময়, "শিক্ষার মধ্যম মাতৃভাষা হওয়া উচিত" এই বিষয়ের উপর বিতর্ক হইবে। যে তরুণ ভাই বা বোন নাম দিতে ইচ্ছুক বা অনুষ্ঠানে যোগদান করিতে ইচ্ছুক তাহারা যেন—লক্ষ্মণ চন্দ্র দাস, ১৬ শান্তিনগর কলোনী, কলি-৪০ এই ঠিকানায় যোগাযোগ করে।

## বিজ্ঞপ্তি

আঞ্চলিক সদস্য শ্রীকাশীনাথ দাসের নির্দেশে বিভিন্ন আসরের ভাইবোনদের জানানো যাচ্ছে যে যদি কোন আসর ব্রতচারী শিখতে চায় তবে যেন তারা অবিলম্বে কেন্দ্রীয় দপ্তরের সঙ্গে যোগাযোগ করে।

## তরুণসাথীর চিঠি

আমার তরুণ বন্ধুরা,

আশা করি আগামী ৭ই জুলাই-এর বৈকাল ৩টায় কেন্দ্রীয় অফিসের সভায় তোমরা সকলে আসবে। লেখা পাঠাও। ইতি

প্রীত্যন্তে—

তরুণসাথী

সম্পাদক—বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য। ভবানীপ্রসাদ ভট্টাচার্য কর্তৃক ক্রান্তি প্রেস (৩৭নং রিপন স্ট্রীট, কলিকাতা-১৬) হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।